মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক নম্বর- বিঅ-৬/৬০৩১/৩৫৫ তারিখ : ২৩-০৫-২০২৩ খ্রি.

বিষয় : তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : বিগত ১৬-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখের অনলাইন আবেদন (আইডি নং-২১১৪৯)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির বেআইনি কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার এর দাখিলকৃত মিথ্যা ও বানোয়াট প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পুনরায় তদন্তের জন্য জনাব মোঃ আব্দুর রহমান গং একটি আবেদন দাখিল করেছেন। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নিম্নলিখিত ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। উক্ত কমিটিকে আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া লিপি সংযুক্ত :

২৩/০৫/২০২৩

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন : ০২৪৭৭৭৬২৭০৫

২৩/৫/২৩

০১) জনাব মোঃ সেলিমুল আলম খান
প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি

০২) জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, সহযোগী অধ্যাপক (কৃষি শিক্ষা)
সরকারি সিটি কলেজ, যশোর

স্মারক নম্বর-বিঅ-৬/৬০৩১/৩৫৫(১-৭) তারিখ : ২৩-০৫-২০২৩ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১। জেলা প্রশাসক, যশোর।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। (পত্রটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫। সভাপতি, এডহক/ম্যানেজিং কমিটি
রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর সদর, যশোর
৬। প্রধান শিক্ষাক
রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর সদর, যশোর
৭। সংরক্ষণ নথি।

} তদন্ত কাজের সহযোগিতা কারার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৩/০৫/২০২৩

বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

২৩/৫/২৩

তারিখ: ১৩-০৪-২০২৩ খ্রী:

সমীপে,
মাননীয় চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর।

বিষয়ঃ যশোর জেলার রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির বেআইনী কার্যকলাপ সংক্রান্ত সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসারের দাখিলকৃত মিথ্যা ও বানোয়াট প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পুনরায় তদন্তের আবেদন।

মহোদয়,
নিম্নোক্ত কারণে আমরা উক্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে না রাজি প্রদান করছি এবং পুনরায় তদন্তের জন্য অনুরোধ করছি:

১) জেলা শিক্ষা অফিসারের টেলিফোন নির্দেশে আমরা ইং ২৭/৩/২০২৩ তারিখে তাঁর কার্যালয়ে হাজিরা দিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন তিনি অফিসেই ছিলেন না। ফলে কোন শুনানি/তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়নি।

২) প্রধান শিক্ষক বাবু মৃণাল কান্তি সরকারের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল তিনি দুইটি মামলার চার্জশীটভূক্ত ও জামিনপ্রাপ্ত আসামি এবং একটি মামলার হাজতবাস করা আসামি। তিনি কোন অবস্থাতেই অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব তাঁর তদন্ত রিপোর্টে ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয় উল্লেখ করেননি।

৩) বিদ্যালয়ের নির্বাচন করার ব্যাপারে কোন আদালত থেকে কখনও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি বরং সকল আদালত থেকে বলা হয়েছে যে নির্বাচনের উপর কোন বাঁধা নেই। কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব প্রতিবেদনে সেটা উল্লেখ করেননি।

৪) রিপোর্টে তিনি জিপি সাহেবের মতামতকে গুরুত্ব দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত জিপি কাজী বাহাউদ্দীন সাহেব বিদ্যালয়ের মামলায় উক্ত পক্ষের উকিল ছিলেন। ফলে, তিনি নিরপেক্ষ মতামত দিতে পারেন না। যখন তিনি উক্ত পক্ষের উকিল ছিলেন না তখন বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশান কামিটির সভায় তিনি (জিপি সাহেব) প্রধান শিক্ষক বাবু মৃণাল কান্তি সরকারকে বরখাস্ত করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

৫) হাইকোর্ট কখনও প্রধান শিক্ষক বাবু মৃণাল কান্তি সরকারকে স্বপদে যোগদান করানোর জন্য আদেশ দেননি। এবিষয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেছিল (দুদকের দুটি ভূয়া চিঠির মাধ্যমে হাইকোর্ট থেকে সুবিধা গ্রহণ করেছিল)। তদানিন্তন জেলা শিক্ষা অফিসার শুনানি করেছিলেন কিন্তু বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশান কমিটির একতিয়ারভূক্ত থাকায় বিষয়টিতে তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

৬) বিদ্যালয়ের প্রায় চল্লিশহাজার টাকা ব্যয় করে বর্তমান এডহক কমিটি তাদের নিজস্ব প্রায় একশত পঞ্চাশ জন লোককে আপ্যায়ন করেছে সে বিষয়ে তদন্ত রিপোর্টে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

৭) বর্তমান এডহক কমিটি গঠনের একমাত্র শর্ত ছিল শুধুমাত্র অসমাপ্ত নির্বাচন সমাপ্ত করা কিন্তু কমিটি সেটা করেনি এবং এ বিষয় রিপোর্টে কোন উল্লেখ নেই।

সুতারাং জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেবের উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এমতাবস্থায় বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

বিনীত নিবেদক,

১। মো: [signature] 01774-929825
২। মো: [signature] 01728-075801
৩। মো: কামাল - 01728 924992
৪। [signature] - 01721-185484

অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য পদপ্রার্থী
রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
চাঁচড়া, সদর, যশোর।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
জেলাশিক্ষাঅফিসারেরকার্যালয়
যশোর
dshe.jessore.gov.bd

স্মারকনং: ৩৭.০২.৪১০০.০০১.৯৯.০১১.১৭. ৩৩৫ তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৩ এপ্রিল ২০২৩খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের স্মারক নং: বিঅ-৬/৬০৩১/৩২২, তারিখ: ২৮.০২.২০২৩খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য নির্বাচনে ০৫ (পাঁচ) জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী চলমান এডহক কমিটির এখতিয়ার বহির্ভূত বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিষয়সমূহ ২৭.০৩.২০২৩খ্রি. সকাল ১০:০০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারী দপ্তরে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা হয়। তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত ছিলেন।

তদন্তকালে বাদী ও বিবাদী তাদের সপক্ষে সকল কাগজপত্র জমা দেন। প্রধান শিক্ষক জনাব মৃণাল কান্তি সরকার বলেন-ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া। প্রিজাইডিং অফিসার জনাব মো: রবিউল ইসলাম বলেন-ম্যানেজিং কমিটির কার্যক্রমের ওপর বিজ্ঞ সদর সিনিয়র সকারী জজ আদালতে ২২৪/২২ মামলা বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে ১৬.০৬.২০২২খ্রি. কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করা হইবে না মর্মে কারণ দর্শানো নোটিস জারী হয়। ফলে বিজ্ঞ আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নির্বাচন (ভোট গ্রহণ) স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বিচারিক আদালতে গত ১৯.০৭.২০২২খ্রি. আদেশ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তটি দোতরফা শুনানি অন্তে বিজ্ঞ বিচারক না মঞ্জুর করেন। মিস আপীল মামলাটি চলমান থাকা অবস্থায় নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নিলে সেক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে মর্মে ২৪.০৭.২০২২খ্রি. বিজ্ঞ সরকারি আইন কৌশুলী মতামত/ নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ২৮.১১.২০২২খ্রি. থেকে ৬ মাসের জন্য এডহক কমিটি দিয়েছেন। কমিটির মেয়াদ শেষ হবে ২৭.০৫.২০২৩খ্রি. প্রিজাইডিং অফিসার মহামান্য আদালতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নির্বাচন স্থাগিত ঘোষণা করেছেন। এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর কর্তৃপক্ষ এডকহক কমিটি দিয়েছেন। আইনগত জটিলতা এড়ানোর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর কর্তৃপক্ষ বর্তমান এডহক কমিটিকে তাদের মেয়াদ কালে নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের রিট পিটিশন নং-৭১৩০/২০২১ মোতাবেক ৬০ দিনের মধ্যে রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে যোগদানের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধান, জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর আবেদন করলে, মহামান্য হাইকোর্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রধান শিক্ষককে কর্মে যোগদানের জন্য বিদ্যালয়ের সভাপতি বরাবর অত্র দপ্তর থেকে একটি পত্র দেয়া হয়। যোগদানের পূর্বে সভাপতি বিজ্ঞ সরকারি কৌশুলীর মতামত/নির্দেশনা নেন। প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের ক্ষেত্রে আইগত কোন বাধা নেই মর্মে বিজ্ঞ সরকারী আইন কৌশুলী মতামত প্রদান করেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাবেক অধ্যাপক মো: আতিয়ার রহমান স্বত: প্রণোদিত হয়ে একটি আবেদন করেন। এবিষয়ে বিজ্ঞ সরকারি আইন কৌশুলীর মতামত নেওয়া হয় (কপি সংযুক্ত)।

<u>মন্তব্য</u>: স্কুল ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধান অনুযায়ী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু পূর্বের এডহক কমিটির মেয়াদ গত ২৫.০৭.২০২২খ্রি. শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে এডহক কমিটি চলমান রয়েছে। চলমান এডহক কমিটির মেয়াদ ২৭.০৫.২০২৩খ্রি. শেষ হবে। অতএব চলমান এডহক কমিটিকে বিধি মোতাবেক নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়মিত ম্যানেজং কমিটি না থাকায় স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য পরবর্তীতে এডহক কমিটি না দেয়ার জন্যও সুপারিশ করা হলো।

বর্ণানামতে-কপি সংযুক্ত।

(এ কে এম গোলাম আযম)
জেলাশিক্ষাঅফিসার
যশোর
ফোন: ০২৪৭৭৭৬৫৭২৯
ই-মেইল:deojessore@gmail.com

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর।

দৃষ্টি আকর্ষণ: বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড